ক্যামোফ্লেজ

ইমরুল কায়েস

ক্যামোফ্লেজ

ইমরুল কায়েস

প্রথম অন্তর্জাল সংস্করণ

৩ মাঘ ১৪১৬ ॥ ২০ জানুয়ারী ২০১০

প্রচ্ছদ

ইমরুল কায়েস

Chemoflage, poems of Imrul Kayes, a self e-book publication by Imrul kayes; first internet edition published on 20th january 2010.

সূচিপত্র

সেইসব পাখিরা আর পাখিদের মত ঘুরে বেড়ানো মানুষেরা ০৩
জায়গা করে নিতে হবে ০৩
তুমি বিষয়ক ০৪
আমার কাচের শরীর তাদের কথার তাসে বারবার যেভাবে ভেঙে পড়ে ০৪
আমার প্রতিজ্ঞা ০৫
পতন ০৬
আমার ব্যবচ্ছেদ ০৬
জীবন ০৭
যে শহরের তরুণীরা মানুষ ভেবে শবের দিকে হাত বাড়ায় ০৭
বিষাদ ০৮
দিনপন্জি ০৮
সবকিছু কিনে নেবে তারা ০৯
যারা কুয়াশাকে মেঘ বলে জানে ১০
বড়লোক ১১
হৃদয়ক্ষয়ের রোগ ১২
আমি বাংলাদেশ এখনও মরিনি - বেঁচে আছি ১৩
এতটুকু আশা নিয়েই শুধু আমি এসেছিলাম ১৪
এলোমেলো কবিতারা ১৪
সমান্তরাল সহবাস ১৭
কেউ কি আছেন দয়া করে ঘুড়িগুলো খুঁজে দিন ১৮

সেইসব পাখিরা আর পাখিদের মত ঘুরে বেড়ানো মানুষেরা

অজস্র মাইল ঘুরে আসে সেইসব পাখিরা
অস্থিতে কনকনে শীতের গন্ধ, সামান্য উষ্ণতার আশা
সাইবেরিয়ার অরন্য দু চোখে বয়ে নিয়ে
এইসব ধানের দেশে আসে সেইসব পাখিরা -
কোন শীতের সকালে বিলের পানিতে পা ডুবিয়ে উষ্ণতা খোঁজে
ঘোলে চোখে দেখে যায় মৃদু বৃষ্টির মত নেমে আসা কুয়াশার ধারা
বুকের মধ্য অনবরত বেজে যায় সুদূর সাইবেবিয়া
রাত্রের নিকষ অন্ধকারে চোখ বুজে আসলে স্বপ্ন ভেসে ওঠে
সাইবেরিয়ার স্বপ্ন, মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার স্বপ্ন।

শীতের এইসব পাখিদের মতই যেন আমরা
উষ্ণতার খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছি এদেশ- সেদেশ
প্রশান্ত থেকে আটলান্টিক, বাল্টিক আর টেমস
অজস্র এই আমরা
ঠিক যেন পাখিদের মত -
চোখে স্বপ্ন, দেশে ফেরার স্বপ্ন ।
সেইসব পাখিদের মত আমরাও হয়ত কেউ কেউ ফিরে যাই
অথবা আমাদের কেউ কেউ পড়ে থাকি, মরার মত পড়ে থাকি
প্রবাসের ভাগাড়ে, যেমন করে যেইসব পাখিরা পড়ে থাকে
বালুচরে, শিকারীর এয়ারগানে বিদ্ধ হয়ে ।

জায়গা করে নিতে হবে

যারা আমাকে শিখিয়েছিল এতদিন
একটি কথাই বলেছিল তারা বারবার
আমার নিজস্ব কোন জায়গা নেই
জায়গা করে নিতে হবে
পিঁপড়ার সারিতে যেমন করে জায়গা করে নেয় পিঁপড়ারা।

কিছু কিছু লোক আছে
জায়গা করা যাদের হয়ে ওঠে না
যাদের জায়গাটাতেই জায়গা করে নেয় কেউ কেউ
নিঃসঙ্গ পিঁপড়াদের মতই যেন তারা
মাঝে মাঝে আমিও এইসব লোকেদের দলে পড়ে যাই ।

তুমি বিষয়ক

- ফুটন্ত কলি স্পন্দিত হচ্ছে নির্বিঘ্নে
  লাভ কার গোলাপ গাছ তোমার না ভ্রমরার ?

  চাক ভেঙে মৌ মৌ করে উঠছে মধু
  লাভ হচ্ছে কার জারুল গাছ তোমার না মৌমাছির ?

  তুমি দুলে উঠছ অক্লেশে
  সর্বাঙ্গ শরীর থেকে মুছে ফেলছো অন্ধকার
  চিবুক, স্তনে অবিরাম চাষ হচ্ছে গোলাপ
  বসরার সুগন্ধি লাল গোলাপ
  বলে দেবে একবার লাভ হবে কার
  আমার না তোমার বর্বর স্বামীর ?

- তুমিই তো কেড়ে নিয়েছিলে সব
  মধু, পড়তে পড়তে শরীরে ছড়ানো
  দেখ তাই মৌমাছিরা বড় অসহায়
  মধু ভেবে মানব রাবারে হুল ফোটায়।

আমার কাচের শরীর তাদের কথার তাসে বারবার যেভাবে ভেঙে পড়ে

তারা যখন দ্যাখে, একদিন আমি পেতলের চওড়া প্লেটে শোল মাছের সালুন দিয়ে ভাত খাই, তখন তারা বলে, " আমরাও এইরম খাইছি একদিন "। তারা যখন দ্যাখে, শরীরে আমার শিমুল তুলার মত পলকা শার্ট, যেন সব রং চুরি করেছে একা, চৈত্র মাসের দুপুরে আলো দিয়া সূর্যরে কাপায়, তখন তারা বলে,"এইসব আমরাও পড়ছি কতদিন " । তারা বলে আর হাসে এবং হানা দিতে থাকে আমার সাপ্তাহিক স্বপ্নে, হানা দিয়া বলে, তারাও এরকম স্বপ্ন দ্যাখে প্রতিদিন, তিন বেলা ভাত খাওয়ার মত অনেকদিন তিনবেলাও।তারা যখন দ্যাখে, আমি ক,খ,গ জাতীয় জিনিসগুলা জোড়া দিয়া শব্দের পর শব্দ সাজাই, কবিতা বানাই, তখন তারা বলে, " এইসব আমরাও কত বানায়েছি, কবিতা ", এবং আমি যখন কবিতায় খেয়ে কবিতায় ঘুমায়ে পড়ি তখনও তারা বলে, " আরে, কবিতায় খেয়ে ঘুমায়েছি তো আমরা, এর টা ঘুম না, চোখ বন্ধ করে মটকা মেরে পড়ে থাকা, ঘুমের অভিনয়" ।

যেদিন জন্মায়েছি আমি, শিমুল তুলার দেশে, এক গ্রাম শিমুলতলায়, সেদিন থেকেই তারা শুধু বলে যায়, বারবার বলে যায় ।

তারা শুধু বলে যায়, কখনও আমি শুনি, কখনও আমরা । এমনটা নয় তারা এইসব বলে গেলে কারও কিছু আসে যায়, শুধু আমার কাচের শরীর তাদের কথার তাসে বারবার ভেঙে যায় ।

আমার প্রতিজ্ঞা

আর একবার যদি ঘৃণা কর
এই শেষবার বলে রাখলাম
কেউই রেহাই পাবেনা তোমরা
শরীরে আমার ক্যান্সার কোষ,এইডস এর জীবানু
রক্তকে দূষিত করবো আমি তোমাদের।

আর একবার যদি ঘৃণা কর
বলে রাখছি আমি শহরের বিষাক্ত বায়ুকে
স্তরে স্তরে সাজানো মৃত্তিকাকে
থরে থরে বিছানো গোলাপ আর
অদম্য উৎসাহে লালিত গৃহপালিত জন্তুদের
নিমিষে অনস্তিত্ব দেখবে তোমরা নিজেদের ।

আর একবার যদি ঘৃণা কর
কথা ছাড়াই কেড়ে নেব সব
সবুজ ধানক্ষেত, হলুদ রঙা ধানের শীষ
চাক ভেঙে তুলে নেব মধু
গাভীর ওলান থেকে মুছে দেব দুধের গন্ধ
আদ্র সকালে ঘাস থেকে তুলে নেব শিশির।

আর একবার যদি ঘৃণা কর
কিছুই রেহাই দেবনা তোমাদের
চিত্রিত হরিণের গা থেকে তুলে নেব চামড়া - জুতা বানাব
জল থেকে তুলে নেব ছায়া
দরিদ্র চিত্রকরের মতো ফেরী করব বাজারে।
ভরা পদ্মার রুপালি ইলিশ আর
গৃহপালিত পাখিদের জড়ানো তন্তু
সবই খেয়ে ফেলব নাস্তার টেবিলে
তোমাদর খাদ্যযন্ত্রের প্রতিটি উপাদান
একেকটি এঁটো হয়ে থাকবে আমার ।

অথচ আর যদি একবার ভালবাস
হাতে আমার লেবুপাতার গন্ধ
সুগন্ধ বিলোতে আপত্তি নেই আমার
বস্তুত সুগন্ধ মাত্রই ছড়াতে ভালবাসে।

পতন

সজনে ডাটায় ঝুলে ছিলাম এতদিন
- ফল হয়ে
টুপ করে ঝরে যাব একদিন
ভুলেও ভাবিনি কোনদিন।

আমার ব্যবচ্ছেদ

আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন করে ফেল আমায়
আমার সবই নিতে পারবে তুমি
আমার চোখ- প্রদীপের শিখার মত চোখ
একুশ বছর ধরে দেখলাম তোমাদের পৃথিবী।
কন্ঠনালী,অনবরত উচ্চারন করে গেছে যা
সত্য মিথ্যার প্রথাগত উচ্চারন।
মস্তিস্কের প্রতিটি স্নায়ুকোষ যেখানে
অক্লেশে সরল- কুটিল চক্রান্তের জাল হয়েছে বোনা।
নিতে পারবে আমার নিয়ত যত্নে শ্যাম্পু মাখানো কালো কেশ
মেরুদন্ড যেটাকে কখনই দাড়াতে দিতে পারিনি
আমার না খেতে পাওয়া শুকনো পাকস্থলী,
ফুসফুস- যেখানে অবিরাম সন্চালিত হচ্ছে বায়ুপ্রবাহ
এমনকি আমার হাত ও পায়ের অঙ্গুলিও
এখনও যেগুলোতে লেগে আছে সামান্য অশৌচ।
আমার সবই খুলে নিতে পারবে তুমি শুধু-
কেবলমাত্র আমার হৃপিন্ডটা ছাড়া
কেননা হৃদয়টা এখন আর আমার দখলে নয়-
হৃদয়টা এখন অন্য কারো,কোন এক নারীর।

জীবন

জীবন যেন একখানি জলন্ত দেশলাই
জন্ম অদম্য উৎসাহে,রারুদের মত বিস্ফোরনে
পোড়ে অবিরাম দ্রুত কিংবা ধীরে,পোড়ায় নিজেকে
পোড়ে যেমন দেশলাইয়ের কাঠি
দ্রুত কিংবা ধীরে
সবটা পুড়ে গেলে হাতকে পোড়ায়
মানুষও শব হয়ে কাউকে কাদায়।

যে শহরের তরুণীরা মানুষ ভেবে শবের দিকে হাত বাড়ায়

হাস্নাহেনার গন্ধ বুকে নিয়ে যারা ঘোরে এলোমেলো
এ শহরের তরুনীরা তাদের অপাক্তেয় ভাবে
শীতের সকালে ঘাসে জমানো শিশিরের ন্যায়
যাদের মধ্যে বাসা বাঁধে ভালবাসা
এ শহরের তরুনীরা তাদের কর্পূর ভেবে দেয় উড়িয়ে
যে তরুনেরা সঙ্খের কোমল জলে খুঁজতে চেয়েছিল প্রতিচ্ছায়া
একান্ত হৃদয়ের
এ শহরের তরুনীরা তাদের বুক ভরে দিয়েছে বুড়িগঙ্গার কদর্য জল।

এ শহরের তরুনীরা শহরের বিষাক্ত বায়ুর মতই বিষাক্তময়
নিঃশ্বাসে হাঙ্গর ক্ষুধা,হাতে তরুন ভাঙ্গা সড়কি
আঙ্গুর সফেদা ভেবে অজান্তে ঝোঁকে মাকাল ফলে।

বিষাদ

সকাল হলেই ছুঁয়ে যায়
একটা বিষাদ।

বিষাদের নীলমুখে
এটে দেই তরবারী
বারবার।

বিষাদ তরল হয়
উপচে পড়ে
বর্ষার নদীর মতো
তরতর করে।
বিকেলের মধ্যে
আবার নীল হয়ে যায়
প্রতিদিনকার বিকেলে মুখের রং নীল।

দিনপঞ্জি

কবিরা বলেছেন
মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আর মানুষ থাকবে না
কেউ নদী হবে কেউ হবে পাখি আর কেউবা আস্তাবলের বৃদ্ধ ঘোড়া।
কবিদের আমি বিশ্বাস করিনি - কেননা
কবিতাকে আমি ধর্ম বলে মানিনি
কবি আর কবিতারা মনে হয়েছে
ধর্মহীন অপপ্রচার-
অনেকদিন।

অথচ দেখছি আজ
কেউ কেউ আর মানুষ নয়
মানুষেরা থাকেনি মানুষ
কেউ কেউ আসলেই হয়ে গেছে নদী, কেউ কেউ আসলেই পাখি
এবং
দুচোখ ভরে দেখছি
অবেলায় হয়ে গেছে কেউ কেউ
আস্তাবলের বৃদ্ধ ঘোড়া
জীর্ণ, ক্লান্ত আর অশুদ্ধ মাকড়সার জালের মধ্যে পেঁচিয়ে পড়া ঘোড়া
এক বৃদ্ধ ঘোড়া
ঠিক যেন আমার মত, সুপ্রাচীন অপ্রয়োজনীয় এক ঘোড়া।

সবকিছু কিনে নেবে তারা

সবকিছু কিনে নেবে তারা
তোমার আমার দেশ, দেশের মাটি
পদ্মা- মেঘনা- যমুনার মত সব নদী
কিংবা ধর তোমার বাড়ীর সামনের -
লাউগাছের মাথায় বশ করার জন্য রাখা লাউটাও।

এই যে তুমি আইজুদ্দিন রাস্তা দিয়ে হাটছ
সেটা পলাশীর সামনের নির্জন রাস্তাই হোক
অথবা মতিঝিলের সামনের রাস্তাটাই হোক না কেন
কিংবা ধরেই নও মহাখালী ক্যান্টনমেন্টের সাজানো রাস্তাগুলো
সেগুলোও কিনে নেবে তারা।
তুমি রমনা পার্কের যে বেঞ্চিতে বসে
তাজবিড়ির পড়ে থাকা মোতা খাও প্রতিদিন
সে বেঞ্চটাও কিনে নেবে তারা
যেমনটা কিনে নেবে পুরান ঢাকার
মোজাফফর আলীর দোকানের চায়ের কাপের চাটুকুও।

সবকিছু কিনে নেবে তারা
ধরে নাও তোমার বাড়ীর সামন দিয়ে
যে মেয়েটা প্রতিদিন বেনীচুল নিয়ে হেটে যায়
তার মাথায় দেয়া তেলটুকুর বোতলও।
কিনে নেবে তারা তোমার জুতা ক্ষয়ে গেলে
তুমি নীলক্ষেতের যে দোকান থেকে ছোল লাগিয়ে নাও
সে দোকানের সব জুতার খোল।
কিংবা ধর তোমার উঠটি মেয়েটা
যে দোকানে ব্রেসিয়ার কিনতে যায়
সে দোকানের সব ব্রেসিয়ারগুলো।

সবকিছু কিনে নেবে তারা
তোমার দেশের জাতীয় সংসদ,সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
রমনা পার্ক, সের্কেটারিয়েট,প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর
সূধা সদন,হাওয়া ভবন,সেনা কল্যান ট্রাস্ট কিংবা ধর
পাবলিক লাইব্রেরীর যে টয়লেটগুলো তুমি প্রতিদিন
দুইবার করে ব্যবহার কর
তার দেয়ালের লেখাগুলো পর্যন্ত।

কেনে নেবে তারা তোমার গৃহিনীর হাতের কাঁকন
প্রিয় সন্তানের ব্যবহৃত স্লেট,বাড়ীর চা খাবার পেয়ালা
বিটিভির স্কীন,অফিসের বাস,রাস্তার ম্যানহোল
কিংবা তুমি যে মোজাটা
বছর দুয়েক হল বিরামহীন পড়ছ সেটাও।
কিনে নেবে তারা
তোমার দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ,পাটক্ষেতের সব সবুজ পাতা
অবুঝ কিশোরের বুকে আকড়ে থাকা বইয়ের পৃষ্ঠা
ফার্মগেটের ওভারব্রীজ,সদরঘাটের সব লঞ্চ ও নৌকা
এমনকি তোমার ঘরে সযত্নে রাখাকোরান শরীফের সব সূরাগুলোও।

তুমি শাহেদ জামান যে দোকানে বসে চা খাও
যে বাজারে বাজার কর
যে ব্যাংকে টাকা রাখ
অসুখের সময় যে হাসপাতালে যাও
অথবা বউয়ের হাতের বালার জন্য
বায়তুল মোকাররমের যে দোকানটায় যাও
কিংবা তোমার ছেলেটাইবা যে স্কুলে যায়
তার সবই কিনে নেবে তারা।

তুমি কেরানী আফসার আলী
যে পান্জাবী- পাজামা পড়ে অফিসে যাও
যে খুশবু শার্টে লাগিয়ে কাজ কর
মাসের শেষে পল্টনে যে মেয়েটার কাছে একবার যাও
তোমার কাজে যে কালী ব্যবহার কর
কিংবা তোমার গৃহিনী যে ডিটারজেন্টে ধোয় তোমার গন্ধ
তারও সব কিনে নেবে তারা।
তুমি ছাত্র ইরু
যে কাগজে কবিতা লেখ
কম্পিউটারের যে স্কীনে ছবি দেখ
ঘর্মাক্ত দেহে বালিশের যে কভারের উপর
মরার মত শুয়ে থাক
অথবা বাংলামোটরের জ্যামে ভিক্ষুকের থালায়
যে আধুলিগুলো ছুড়ে দাও
তারও সব কিনে নেবে তারা।

সবকিছু কিনে নেবে তারা
তোমার দেশমায়ের বুকে আজ
একাত্তরের শুয়োরদের বিষাক্ত নখর।

যারা কুয়াশাকে মেঘ বলে জানে

কুয়াশাকে আমি মেঘ ভেবেছি অনেক দিন । আমি যখন কুয়াশাকে মেঘ ভেবেছি তখন কেউ বলেনি কুয়াশা মেঘ নয় । কারন তারা চেয়েছে আমি কুয়াশাকে মেঘ ভাবি, কুয়াশাকে মেঘ বললে তারা খুশি হয়েছে । কুয়াশাকে মেঘ ভাবলে কিছু হয় না, বিশেষত আমি যখন উড়োজাহাজের পাইলট নই, এমনকি নই পাখিও যারা আকাশের ভয়ে বেশী উপরে উঠতে পারে না, তারপরও আমি আপনাদের, মহামান্য শহুরেদের অনুরোধ করব, দয়া করে আপনারা কুয়াশাকে মেঘ বলবেন না, এনং কুয়াশাকে মেঘ ডাকলে যারা অখুশি হয় তাদের সাথে মিশবেন, কারন কুয়াশা মেঘ নয় এটা জানা আপনাদের এখন বড় প্রয়োজন, বড় প্রয়োজন ।

বড়লোক

আসছিলাম বড়লোকদের পাড়া থেকে
বড়লোকদের ব্যালকনীতে বিদেশী ফুলের সাজানো টব থাকে
ফটকের শ্বেতপাথরে বড়লোকের নাম আর ধাম
ভেতরে ঘেউ ঘেউ করা বিদেশী কুকুরও থাকে দু- চারটা
খয়েরী পোষাকের স্বদেশী বেড়াও আটকে থাকে বড়লোকের দেয়ালে
দেয়ালে
ভালই লাগে, বড়লোকেরা যেন একেকজন একেকটা রাজ্য
মানুষ আর কুত্তা দিয়ে পাহারা দিতে হয় প্রতিনিয়ত ।

বড়লোকদের ভেতরটা(ভেতর আছে নাকি আবার বড়লোকের!)
মানে ওনাদের বাড়ীর ভেতরটা কেমন হয়
দেখা হয়নি কখমও
একবার দিতে পারে যদি কেউ খোঁজটা কৃতজ্ঞ থাকি-
তার আগে তাই বড়লোকদের পাড়ায় গেলে বহিরাংশটাই দেখতে হয়
খারাপ লাগে না, তেনাদের সাথে মিশছি, না মানে তেনাদের
ঘরবাড়ীর সাথে মিশছি
নিজেকেও তাই বড়লোক মনে হয় ।

অদ্যও বড়লোকদের পাড়া থেকে আসতে তাই খারাপ লাগে নাই ।
তেনাদের একজনের বাড়িতে কয়েকটি বড়লোক গাড়ি দেখি
উপরে সিলিং ফ্যান -
বাতাস দিতেছে বোধহয় তেনাদের গাড়িদের
ফুলাহাতা শার্টে ঘামতে ঘামতে গাড়ি মহাশয়গনের
(যেসব গাড়িগন অবসরে বাতাস খান তারা তো মহাশয়ই নাকি!)
বাতাস খাওয়া দেখি, এনারা ভালই আছেন।

হৃদয়ক্ষয়ের রোগ

উনিশ শতকে একজন বন্ধু ছিল আমাদের
আজন্ম ক্ষয়রোগ ছিল তার
হৃদয়ক্ষয়ের রোগ।

চেষ্টার কমতি ছিল না আমাদের
আমরা ভালবাসার তেজপাতা বেটে খাওয়াতে চেষ্টা করেছি
মুখ ভরে দিতে চেয়েছি স্নেহের মিষ্ট পনির
কিন্তু দুভার্গ্য আমাদের
সেসব একেবারেই গ্রহনের সামর্থ্য ছিল না তার।

অদৃশ্য আয়নায় আমরা দেখতাম তার হৃদয়
অসংখ্য অবিশ্বাসের কীট ছিল সেখানে
ছিল পঁচে যাওয়া হৃদয়ের গ্লাস গ্লাস নিকোটিন ।
আমাদের বন্ধু প্রেমকে ভাবতো কাম
অনুরাগকে আত্নসিদ্ধির কৌশল
যে সকল মেয়ের গলা থেকে শুরু হয় স্তন
তারাই বড় প্রিয় ছিল তার
প্রিয় ছিল অন্ধকারে হামা দেয়া নারীরাও।
আমাদের বন্ধুটি ছিল বড় একরোখা
রক্ত ও পানিকে সে কখনও আলাদা করে দেখে নি
শিশু আর বৃদ্ধও নাকি এক ছিল তার কাছে ।

আমরা চেষ্টা করেছিলাম অনেক
কিন্তু আফসোস
হৃদয়ক্ষরনের রোগ কখনও সারানো যায় না ।

আমি বাংলাদেশ এখনও মরিনি - বেঁচে আছি

আমি বাংলাদেশ
আমাকে যারা তোমরা খুঁচিয়েছ,রক্তাক্ত করেছ
চোখ মেলে চেয়ে দেখ তারা আজ
এখনও আমি মরিনি
ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল অধিকার করে এখনো বেঁচে আছি
পলিসন্চন করে বাড়িয়ে তুলছি আমার অস্তিত্ব ।

আমার বুক চিরে বয়ে যাওয়া নদীগুলো
একদা যাদের অস্তিস্তের সাথে মিশে থাকত নৌকা ও ইলিশ
এখন তাদের অধিকারে বিস্তীর্ণ বালুচর, কিম্ভুদরুপী বাঁধ
জেলেপাড়ার হারান মাঝি মাছ দেখে না চোখে
বৃদ্ধ হারানের চোখে নদীগুলোর জন্য হাহাকার
মরে যাওয়া এসব প্রতিটি নদী
মৃত্যুর আগে বলে যাচ্ছে তোমরা হত্যাকারী
আমার নদীগুলোকে তোমরা হত্যা করছ
আমি বাংলাদেশ,আমাকে তোমরা হত্যা করছ।
মিলের গুদামে সারি সারি গাছের গুড়িগুলো
আসবাব ভেবে যাদের করেছ গুদামজাত
এদের বলতে দাও
এরা বলবে তোমরা হত্যাকারী
যুগ- যুগান্তরের আমার বৃক্ষেরা
আমার বুকে মাথা উচু করে দাড়ানো বৃক্ষেরা
এদেরকে তোমরা হত্যা করছ
আমি বাংলাদেশ,আমাকে তোমরা হত্যা করছ।
বায়ুতে আমার ভরছ বিষাক্ত সীসা
প্রবলভাবে শব্দাধিক্যর চর্চা করছ ডেসিবেলে
কর্ষিত জমির মধ্যে ভরে দিচ্ছ অ্যামোনিয়াম সালফেট
যেন ধমনীর মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছি পটাশিয়াম সায়ানেড
তবুও আমি বেচেঁ আছিএখনও না মরে বেচেঁ আছি।

আমি বাংলাদেশ বেঁচে থাকব
রক্তাক্ত,বিক্ষত আমি বেঁচে থাকব
আমার প্রতিটি শব্দ বেঁচে থাকবে যতদিন
আমার প্রতিটি বর্ণ বেঁচে থাকবে যতদিন
আটষট্টি হাজার সবুজ গ্রাম নিয়ে
মুখ থুবরে পড়ে থাকব ততদিন।

এতটুকু আশা নিয়েই শুধু আমি এসেছিলাম

ভরা বর্ষায় জোস্না ঝরার রাতে ছিলাম আমি একা
বজরার উপরে,গহীন হাওরে
জলের তরঙ্গে দুলে উঠছিল আমার শরীর
আমি বেতের চাটাইয়ে শুয়ে তারা গুনছিলাম।
আচমকা বৃষ্টি এসে নাড়া দিল-
জল বৃষ্টির মাখামাখি,বায়ুর সাথে মিতালী
অর্ধেক নিকোটিন হাতে নিয়ে
আমি বুঝে চলতাম জল, বৃষ্টি আর বায়ুর আচ্ছাদন।

শুধু এতটুকু আশা নিয়েই আমি এসেছিলাম
শহরের বিষাক্ত বায়ু বুকে নিয়ে আমি আসিনি খুড়তে এই কবর।

এলোমেলো কবিতারা

- জলের উপর ভাসতে জানি
  জলের মধ্যে ডুবতে জানি
  জলের মধ্যে জলজ হয়ে জড়াতে জানি না ।

- আমি
  তুমি
  আমরা সংক্রান্ত বিবাদ ।

- জলে নামছি
  ডাঙায় উঠছি
  কিছু কি আদৌ করছি ?

- শাদা বাড়িতে সকালের রোদ
  রাতের নক্ষত্রেরা ঢেকে যায়
  আমাদের মত করে ।

- একটি বুলেট
  এগিয়ে আসে
  দুজনের স্বপ্ন ভাসে।

- যাচ্ছি
  যাব
  যেতে হয় সবকালে ।

- সাধ ছিল অনেকদিন ধরে মানুষ হওয়ার
  মানুষ হওয়ার অনেকদিন ধরে সাধ ছিল
  হওয়ার মানুষ ধরে অনেকদিন সাধ ছিল ।

- মানুষের জন্ম
  মানুষের মৃত্যু
  বহুবর্ষী কচ্ছপ ভাবে কয়েকটা বছর মাত্র।

- টেবিল থেকে পড়ে যাওয়া কাঁসার থালার মত বেজে যাচ্ছি
  থামাচ্ছে না কেউ, থামাচ্ছে না
  একবার বেজে উঠলে থামায় না কেউ আর ।

- কৈশোরের স্বপ্ন
  মধ্যবয়সে ম্লান
  অবেলা, এখন আর স্বপ্ন দেখি না ।

- পানিতে পড়েছি
  কি হয়েছে ?
  পানির মধ্যেও প্রাণ আছে !

- ঘড়ের মধ্যে আরেক ঘর
  সেই ঘরেতে ভোমরা আছে
  তার শরীরে গন্ধ আছে
  বাহিরে যাবার গন্ধ আছে ।

- মনের মধ্যের ছবি বদলাই
  ছবি বদলাই
  তোমার ছবিটা মুছতে চাই
  মুছতে চাই ।

- বুকের মধ্যে গোলাপ বিঁধে
  বসেছিলেম বাড়ির ধারে
  মাড়িয়ে গেলে।

- মরূর গোলাপ বলছে কেউ
  আমি বলি, জলের অভাব
  তোমার মধ্যে নেই একটুউ।

- বেঁধেছো চুল লাল রিবনে
  তাইতো বলি গোলাপগুলো কোন বনে ?
  দেখছি এখন চুলের মধ্যে গোলাপ কেম্নে প্রহর গোনে।

- বহুকাল ভেবেছি
  বহুকাল ভেবেছ
  ভাবনাগুলো সুতোয় বেঁধে কার হাতেতে দিয়েছ?

সমান্তরাল সহবাস

একবার মুহূর্তের জন্য গিলে ফেলেছিলাম বৃক্ষসমেত বন
কিন্তু আশ্চর্যমত পেটে গেড়ে গিয়েছিল বৃক্ষেরা
ফলত দানাদার খাদ্য অসহ্য হয়ে উঠেছিল ।
বৃক্ষেরা তরলমত খাদ্য পছন্দ করে
কিছুকাল তাই তরলখাদ্য নিতে হয়েছিল আমার।
দা- কুঠার থাকলে বৃক্ষ কর্তন এমন কঠিন কিছু নয়
মস্তিস্ক নাড়া দিয়ে উঠল আমার
তন্ন তন্ন করে বাড়ি খুজঁলাম,ওসব কিছু নেই(!)
অতঃপর গন্তব্য শৈল্যচিকিৎসক মুখলেছউদ্দীন
ডাক্তারের পেট কাটার বায়না,আমার কাঁটা ছেড়ার ভয়
বললাম পেট কেটে নয়,মুখ দিয়ে টেনে তোলেন
ডাক্তার গম্ভীর "বৃক্ষের মূল গেড়ে আছে পেটে ওটা কাটতে হবে"।
সারাটা জীবন ছায়ায় রেখেছি
আমি কি গাড়ল নাকিওটা কাঁটতে দেই
অতঃপর পাঁচশত টাকা ভিজিট এবং প্রস্থান।
বৃক্ষেরা গেড়েই থাকল ভিতরে
চেষ্টার কমতি থাকল না আমার
মাঝে মাঝে ঝড়ে বৃক্ষের পতন বিষয়ক খবর পড়ি
দস্তুরমত ঝড়ের বেগে বাতাস দেই ভিতরে
কিন্তু কি আশ্চর্যমত
কয়েকটা পাতা মাত্র পড়ে ভিতরে
পচেঁ যায়পেটটা ব্যথা হয়ে থাকে কয়েকদিন
ভাবি থাকুক না বরং নিজেই অভিযোজিত হই
পৃথিবীতে আর কটা দিন?

আপনারা হয়ত এতক্ষন বুঝেই ফেলেছেন
একেকটা নারীও একেকটা বৃক্ষ বটে
যাদের গিলে ফেলা যায় সহজেই কিন্তু
উগলানো যায় না।

কেউ কি আছেন দয়া করে ঘুড়িগুলো খুঁজে দিন

আমার আকাশে কয়েকটা ঘুড়ি ছিল
লাটাইয়ের টানে পতপত করে উড়ত লাল নীল ঘুড়িগুলি
মানুষের সমাজে ঘুড়িগুলোই বন্ধু ছিল আমার।

আজ সকালে ঘুড়িগুলো হারিয়ে গেছে
নিমিষে আকাশটা ফাঁকা হয়ে পড়েছে আমার
ঘুড়িহীন আকাশ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি
আকাশও ঘুড়ি না পেয়ে ঝেটাচ্ছে আমায়
ঘুড়িহীন আমি যেন তরঙ্গিত নদীতে বাঁধ হয়ে পড়ে আছি
বাধাগ্রস্ত হচ্ছি, বাধা দিচ্ছি
কেউ কি আছেন
দয়া করে ঘুড়িগুলো খুঁজে দিন ।

"*Beauty is truth, truth is beauty*,"
John Keats